অপ্রাপ্ত আলিঙ্গন
(সপ্তর্ষি প্রকাশন 2016)

এক্সপায়ারি-ডেট

প্রতিটি প্রেমের গায়ে
এক্সপায়ারি-ডেট লেখা থাকে।

চুম্বনের আগে তুমি, হাঁটু গেড়ে বসে,
প্রেমিকার শরীরটি ঈষৎ ঘুরিয়ে, তার
বঙ্কিম কোমরের খাঁজে
বিন্দু বিন্দু রোমকূপে ব্রেইল-হরফে-লেখা
সেই গূঢ় মুদ্রিত তারিখ
অন্ধের আঙুলে পড়ে নিয়ো।

এবং দাঁড়িয়ে উঠে, পুনর্বার, চুম্বনের আগে,
তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ো— প্রেমিকার চোখে
সেই গুপ্ত তারিখের-ই নিওন সংকেত
ট্রাফিক আলোর মতো জ্বলে আর নেভে!

এবারে চুম্বন কোরো— অনিবার্য বিচ্ছেদের ত্রাসে
ক্ষিপ্ত পাগলের মতো— যখন তখন।

প্রতিটি চুম্বনই হল বিদায়ী চুম্বন।

প্রতিটি প্রেমের গায়ে
এক্সপায়ারি-ডেট লেখা থাকে।
চুম্বন করার আগে
অন্ধের আঙুলে তুমি পড়ে নিয়ো তাকে।

বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা
(~~[illegible]~~ সিসনেট প্রেস ২০১৮)

এলিয়েন

রোবটেরা বসে আছে,
মেট্রো রেল থম থম করে।
সারি সারি হেঁট-মাথা, মোবাইলে নিবদ্ধ
কানে গোঁজা হেডফোন, মুখে কাঁপছে মোবাইল-স্ক্রিনের
লাল-নীল আলো, যেন শয়তানের সার্চলাইট, যেন
'নীল তিমি' গেম খেলার মারণ-ইশারা।

রোবট না এলিয়েন? পৃথিবীর দিকে মুখ তুলছে না কেউ।
রোবট না এলিয়েন?
মানুষের দিকে মুখ তুলছে না কেউ।
সামনে দাঁড়িয়ে কারা?— বন্ধু, নারী, ক্লান্ত বৃদ্ধ,
ঝাউবন, সমুদ্রের ঢেউ?
ভার্চুয়ালে নিমজ্জিত, জগতের দিকে মুখ তুলছে না কেউ।
রৌদ্রে, মেঘে, শস্যে, প্রেমে নির্বিকার, ভ্রুক্ষেপহীন,
ডিজিটাল সম্মোহনে তৈরি হচ্ছে সাইবর্গ—
মুছে যাচ্ছে মানবজমিন।

সন্ধ্যার ভূগর্ভ রেলে আমি ভয়ে নির্বাক, বিষণ্ণ;
সারি সারি বসে আছে মোবাইলে-নিবদ্ধ-মুখ, ছদ্মবেশী,
স্তব্ধ এলিয়েন—
আমি তার মধ্যে একা, পৃথিবীর লুপ্তপ্রায় অন্তিম মানুষ,
হাতে একটি নাক্ষত্রিক কবিতার বই—
তাতে লুক্কায়িত জীবনের সমুদ্র সফেন!

অশ্রুর দেবতা
(দে'জ পাবলিশিং, 2020)

করোনা ভাইরাস

বার্তা শুধু একটিই—
'প্রকৃতির সঙ্গে আর খবর্দার বজ্জাতি কোরো না।
অরণ্যের ক্রোধে আছে ভাইরাস করোনা—
মনে রেখো।'

বার্তা শুধু একটিই—
'বাদুড়ের কাঁচা রক্তে চাইনিজ ডিনার খেয়ো না,
প্যাঙ্গোলিনের চামড়ায় মার্কিনদের জুতো বানিয়ো না,
অরণ্যের ক্রোধে আছে ভাইরাস করোনা।'

বার্তা শুধু একটিই—
'পৃথিবীর গরিবেরা, পুনর্বার চিনে নাও
ভণ্ড, হিংস্র, স্বার্থপর বুর্জোয়া মধ্যবিত্তদেরও,
মুখোশ ও দস্তানা পরে, টিভি দেখে, গান শুনে
তারা শুধু বাঁচতে চায়—
পরিত্যক্ত, অসহায় পরিযায়ী শ্রমিকদের
রাস্তায় মেরেই।
একথা অনেক আগেই বলে গেছেন কার্ল মার্কস,
আবারও প্রণাম করো তাঁর কবরেই।'

বার্তা শুধু একটিই—
'সেলফি-অন্ধ মানব-পুঙ্গব,
এইবার ডেলফি-র প্রত্যাদেশ শোনো—
প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজন,
কিন্তু মানুষকে প্রকৃতির প্রয়োজন নেই।
পাপে ও দূষণে এই গ্রহটাকে বিনষ্ট করেছো,
যদি না শোধরাও তুমি নিজেকে এখনও
অন্তহীন ভোগ আর ভ্রষ্টাচার থেকে,

তাহলে তোমাদের আমি করে দেবো সম্পূর্ণ নিকেশ—
বন্যপ্রাণীদের রক্তে পুষে-রাখা ভাইরাসের
ক্রুদ্ধ ফুৎকারে—
কথাটা স্মরণে রেখো, মিস্টার ও মিসেস
হোমো স্যাপিয়েন্স!'

শার্লক হোমস-এর ভারত-ভ্রমণ

সময়, সবুজ ডাইনি, ১৯৮৪

সকল দেয়াল জুড়ে অজস্র ঘুঁটের সারি, দ্যাখো।
প্রতিটি ঘুঁটের তালে হাতের গভীর ছাপ
দেখতে পাচ্ছ, প্রিয় ওয়াটসন?

এদেশে, আমার
এটিই তদন্তসূত্র। বলো দেখি, ওয়াটসন
হাতের ছাপের এই রৌদ্র ও পূরীষময় আশ্চর্য দেয়ালপুঁথি
যার প্রতি ভাঁজে ভাঁজে ফুটে আছে
শীর্ণকায় নারীদের শোকাচ্ছন্ন দ্রাবিড় আঙুল—
এর মধ্যে তুমি কোন অপরাধ, মৃদুহত্যা, সূর্যদাহ এবং ঈশ্বর
অবরোহী প্রণালীতে একে একে শনাক্ত করেছ?

পাগলি

রাস্তার পাগলিকে প্রায়শই ঘিরে ধরে স্কুলফেরত বাচ্চাগুলো, তাকে খ্যাপায়, আর বলে, 'অ্যাই পাগলি, কলা খাবি? অ্যাই পাগলি, ধর্মতলা যাবি?' তখন পাগলি তাদের তেড়ে মারতে আসে। অমনি বাচ্চাগুলো এক দঙ্গল জংলি কুকুরের মতো পালানোর ভঙ্গি ক'রে, গন্ডির ছক পালটে, শিকারকে ঠিক ঘিরে থাকে। পাগলি খ্যাপানোর এই খেলায় তারা এরপর পাগলিকে ঢিল ছুঁড়ে মারে, আর হো হো করে হাসে। মানুষ যে নির্ঘাৎ শয়তানের বাচ্চা, এই দৃশ্য তারই অকাট্য প্রমাণ। আমি অফিস থেকে ফেরার পথে বাচ্চাগুলোকে ধমক দিই, 'অ্যাই তোরা কেন ওর পেছনে লেগেছিস? খবর্দার ওকে বিরক্ত করবি না।' বাচ্চাগুলো থমকে গিয়ে, ক্রুদ্ধ চোখে আমাকে দেখে, যেন ওদের মুখের শিকার আমি কেড়ে নিয়েছি। এই মুহূর্তটা আমার ব্যক্তিত্বের কঠিনতম সংকটের মুহূর্ত। পুজোর চাঁদার জন্য বাড়ির সামনে ঘিরে-ধরা পার্টি-ক্যাডারদের দল নয়, মধ্যরাতে নির্জন রাস্তায় হাইওয়ে-গুণ্ডাদের দল নয়, সবচেয়ে ভয়ংকর এই পাগলিকে-ঘিরে-ধরা স্কুলবালকের দল, আমি জানি। যদি সেই মুহূর্তে আমার ব্যক্তিত্ব একটুও টাল খায়, তাহলেই সেই হিংস্র বালকেরা গণ্ডির ছক পালটে আমাকেই ঘিরে ধরবে—তাদের নতুন শিকার বানাবে। টান দেবে আমার ব্রিফ-কেস ধরে, ঢিল ছুঁড়বে আমার দিকে, আর সমস্বরে বলতে শুরু করবে, 'অ্যাই পাগল, কলা খাবি? অ্যাই পাগল, ধর্মতলা যাবি?' তাদের ঢিলগুলি আমার গায়ে লাগবে, আমি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দিকে তেড়ে যাব, তারা পালানোর ভঙ্গি করে হো হো শব্দে হাসবে, আর তাদের গণ্ডির ভিতরে আমি আস্তে আস্তে পাগল হতে শুরু করব।

তখন কি সেই পাগলি, পালটা ঢিল হাতে তুলে নিয়ে, আমার সপক্ষে দাঁড়াবে?